কিভাবে, কতটা সম্ভব ?

২০২২-এ ত্রিপুরা মডেল রাজ্য !

জয়ন্ত দেবনাথ

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেছেন ত্রিপুরাকে আগামী তিন বছরের মধ্যে তিনি মডেল রাজ্যে উন্নিত করবেন। এতো স্বল্প সময়ে কিভাবে তা সম্ভব? নীতি আয়োগ ও ত্রিপুরা সরকারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত গত ২ নভেম্বর থেকে চার নভেম্বর তিনদিন ব্যাপী চিন্তন-বৈঠকে এনিয়ে নানা স্তরের বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে বিস্তৃত কথা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা তিনদিন ব্যাপী চিন্তন-বৈঠকে যে যার মতামত দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের এসব মতামত গুলিকে একত্রিত করে খুব শীঘ্রই রাজ্য সরকার ত্রিপুরা মডেল স্টেট ভিসন- ২০২২ ডকুমেন্ট তৈরী করতে যাচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেব চার নভেম্বর চিন্তন-বৈঠকের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে দৃঢ়তার সাতে বলেছেন ত্রিপুরাকে ২০২২ সালের মধ্যে মডেল রাজ্য বানানো সম্ভব। তিনি আরও বলেছেন, এরাজ্যে

দল–নিরপেক্ষ আইনের শাসন কায়েম করা হবে, যেখানে প্রশাসন পরিচালনার কাজে কোন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থাকবে না।

প্রসঙ্গক্রমে এটা বলা বাহুল্য যে, ২০২২ সালের মধ্যে ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য বানিয়ে ফেলার কথা ব্যাপক ভাবে মুখে প্রচারে নিয়ে আসা হলেও বাস্তবে তা কতটা সম্ভব তা ২০২২ সাল গত হলেই বলা যাবে। কেননা, ত্রিপুরাকে মডেল স্টেট বানানোর এমন কথা আগেও বহুবার শুনা গেছে। ৯ মাসের বিপ্লব দেবের সরকার এখন পর্যন্ত ২০২২ সালের লক্ষমাত্রায় পৌঁছার তেমন কোনো বড় কাজ শুরু করতে পারেননি। বাম আমলে যা শুরু হয়েছিলো সেগুলিই চলছে। কিন্তু সময় মাত্র ৩ বছর। যার মধ্যে তাঁকে অন্তত তিনখানা নির্বাচনী বৈতরণীও একই সঙ্গে পার হতে হবে। তাই সময়টা যে বিপ্লব বাবুর কাছে একটা বড় চেলেঞ্জ তা বলাই বাহুল্য।

প্রসঙ্গক্রমে, এটাও মনে রাখতে হবে টাকা একটা মস্ত বড় চেলেঞ্জ। কম করেও সাড়ে এগারো হাজার কোটি টাকা ঋণ রয়েছে রাজ্যের ঘারে। ঠিকাদার, সাপ্লাইয়ারদের বকেয়া প্রদান করা যাচ্ছে না। তাই ২০২২ সালের মধ্যে ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য বানাতে টাকা কোথা থেকে আসবে তা কেউ জানে না। নীতি আয়োগের বিশেষজ্ঞরাও এনিয়ে সুস্পষ্ট কোন সুপারিশ করতে পারেননি। তবে একই দলের সরকার দিল্লিতে রয়েছে, তাই কিছুটা হলেও সাময়িক বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাবে। তা বলে ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য বানাতে নিয়মের বাইরে খুব বেশি বাড়তি টাকা পাওয়া যাবে এটা বলা কঠিন, কেননা এমন মডেল রাজ্যের স্লোগান সব রাজ্যই দেয় এবং ইতিপূর্বে দেশের বিকল্প অর্থনীতির মডেল রাজ্যের স্লোগান মানিক সরকারের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকারও দিয়েছিল। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কি হয়েছে আমরা তা সবাই দেখেছি। বেকার বেড়ে সাড়ে সাত লক্ষ হয়েছে, বেআইনি গাজা চাষ আইনি হয়েছে। এখন যারা গাজা পাকড়াও করে সেলফি খিচে ওয়াটসআপে মিডিয়াতে পাঠাচ্ছেন তারাই তখন টাকা খেয়ে মানিক সরকারের অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাজার বেআইনি চাষকে করতে দিয়েছিলেন। পুলিশের তখন যারা এসপি, ডিএসপি, ডিআইজি, আইজি, বড়বাবু , ছোট বাবু ছিলেন তারাই এখন আইজি, ডিআইজি, কেউ ডিএসপি, এসডিপিও কিংবা থানার বড় বাবুর পদে রয়েছেন। আর বিপ্লব দেবকে খুশি করতে প্রতিদিন গাঁজা পাকরাও করছেন।

তাই চিন্তন-বৈঠকে নীতি আয়োগের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ২০২২ সালের মধ্যে ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য বানাতে হলে প্রথাগত চিন্তা ভাবনার উর্দ্ধে উঠে, ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নয়নে ভিন্নতর বাস্তব

মুখী 'আউট অব বক্স' চিন্তা ভাবনা করতে হবে। আমি নয়, আমরা- এরকম মনোভাব তৈরির সাথে সাথে আমরা কোথায় আছি, কোথায় যাবো - এলক্ষে সময় ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ও তাঁর দ্রুত রূপায়ণ করতে হবে। আর এক্ষেত্রে ত্রিপুরার সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো তার ৭৫.৭৩% সবুজ বন ও প্রাকৃতিক সম্পদ। তাই নীতি আয়োগ মনে করে শিল্প সম্প্রসারণ, কৃষি, ডায়েরি ও পর্যটন শিল্পই পারে এরাজ্যের মানুষের মুখে দ্রুত ও স্থায়ী ভাবে হাসি ফোটাতে। আর তা করতে হবে এরাজ্যের ভূমি পুত্রদেরকে সঙ্গে নিয়ে। তাদের অভাব অভিযোগ সমস্যার সমাধান প্রক্রিয়াকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এজন্যে নীতি আয়োগের তরফে 'ত্রিপুরা ভূমিপুত্র যোজনা' নাম দিয়ে কোনো বাস্তব ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় কিনা এক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনা করতে রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ রেখেছে। আর এলক্ষে ত্রিপুরা সরকার লাক্ষাদ্বীপকে অনুকরণ করতে পারে বলেও নীতি আয়োগের বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

তিন দিনের দফাওয়ারি কথাবার্তা ও কম্পিউটার প্রেজেনটেশান শেষে নীতি-র বিশেষজ্ঞরা ত্রিপুরাকে আগামী ২০২২ সালের মধ্যে মডেল রাজ্য বানানোর যে দিক নির্দেশ ও দাওয়াই দিয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে-

- বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও উন্নত করতে হবে। এবং বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে ত্রিপুরার সড়ক, রেল, বিমান ও জল যোগাযোগ বাড়াতে হবে।

- লালফিতার বাঁধন নয়, বেসরকারি পুঁজি টানতে বেসরকারি উদ্যোগীদের জন্য 'লাল কার্পেট' পেতে দিতে হবে।
- গ্যাস, রাবার, আইটি হাব, এগ্রো- প্রসেসিং ইত্যাদির জন্যে স্পেশাল ইকোনমিক জোন (SEZ) গড়ে তুলতে হবে দ্রুত।
- ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুন করতে জিরো বাজেট নেচারেল ফার্মিং, কন্ট্রাক্ট ফার্মিং, মৎস উৎপাদন, পশুপালন, ডায়েরি শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। এবং এসব ক্ষেত্রে উদ্যোগীদের ফসল বীমা সহ যাবতীয় সরকারি আর্থিক সুবিধা 'ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার' এর মাধ্যমে প্রদান করতে হবে।
- এম জি এন রেগার শ্রম বরাদ্দকে স্থায়ী সম্পদ তৈরী হয় এমন কাজে ব্যবহার করতে হবে।
- বেকারদের কর্ম দক্ষতা বাড়াতে ব্যাপক ভাবে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং করাতে হবে।
- বেকারদের স্বউদ্যোগ স্থাপনে উৎসাহিত করতে হবে।

- গ্রাম পাহাড়ের বিশেষত এস টি, এস সি, বেকারদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং এর জন্যে বিশেষ স্টাইপেন্ড বা বেকার ভাতা প্রদান সহ আবাসিক ট্রেনিং সেন্টারের সংখ্যা বাড়াতে হবে।
- পর্যটন ক্ষেত্রের বিকাশে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে এবং দেশী ও বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা যাতে দ্বিগুন করা যায় সেলক্ষ্যে কাজ করতে হবে।
- মুদ্রা যোজনা সহ সমস্ত সরকারি ঋণ প্রকল্প ও ব্যাঙ্ক ঋণের সুবিধা যাতে বেকাররা সহজেই পেতে পারে সে লক্ষে যাবতীয় উদ্যোগ দ্রুত নিতে হবে।
- রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব আয় বৃদ্ধির যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, নয়া নিয়োগ, বদলি, শিল্প স্থাপন, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের জন্যে অতি দ্রুত ও সময় উপযোগী নয়া পলিসি তৈরী ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
- গৃহ, শুদ্ধ পানীয় জল, বিদ্যুৎ-এর সু-ব্যবস্থা সকলের জন্যে করতে হবে।
- মিডিয়া সহ সাংবিধানিক এবং বিধিবদ্ধ সরকারী, আধা বেসরকারী ও বেসরকারী সংস্থা গুলি তাদের দায়িত্ব রীতি নীতি অনুযায়ী পালন করছে কিনা সে দিকে নজরদারি রাখতে ডিউটি কমিশন স্থাপন করা হবে।
- বেআইনি ভাবে দখলীকৃত সরকারি জমি উদ্ধার সহ শিল্প ও অন্যান্য প্রয়োজনে জমির হদিস দ্রুত পেতে রাজ্যে একটি ল্যান্ড ব্যাঙ্ক গড়ে তুলতে হবে।
- বেআইনি কাজের সল্লুক সন্ধানে পুলিশ, মিডিয়া এনজিও সহ সমাজ সেবী প্রতিষ্ঠান গুলির কাজ কর্মকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।
- বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত ও ন্যায় সঙ্গত করতে যাবতীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

তিনদিন ব্যাপী চিন্তন শিবিরে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীরা যখন বার বারই আগামী তিন বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য, মডেল এডুকেশন হাব বা পর্যটন শিল্প নিয়ে গাল ভরা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন নীতি আয়োগের বিশেষজ্ঞরা বার বারই বলে গেছেন- রাজ্যের নিজস্ব কি কি সম্পদ ও সম্ভাবনা রয়েছে, আগে রাজ্য সরকার তা নিরুপন করুক। রাজ্যের নিজস্ব আয় বা রাজস্ব বৃদ্ধি করা হোক। তার পর সময় ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরী করে সল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি এসব প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন করা হোক। কেননা, **ভৌগোলিক ও পরিবেশ গত ভাবে ত্রিপুরার কিছু সুবিধার পাসাপাশি অসুবিধাও রয়েছে। নীতি আয়োগের বিশেষজ্ঞরা মনে করেন,- ত্রিপুরার সবচেয়ে বড় সুবিধা ও শক্তি হলো** –

- ত্রিপুরা প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। বিশেষত্ গ্যাস, বাঁশ, রাবার, আনারস, কাঁঠাল, ঔষধি গাছপালা, চা সহ নানাবিধ উদ্যান জাত ফসলের চাষে ব্যাপক সম্ভাবনাময় এলাকা রয়েছে এরাজ্যে।
- এরাজ্যে সাক্ষরতার হার ৯৭.২২% এবং ১৫-২৫ বছরের যুবকদের সংখ্যা খুব ভালো মাত্রায় রয়েছে, যাদের মধ্যে কম্পিউটার শিক্ষার হারও খুব ভালো মাত্রায় রয়েছে।
- এখানকার আবহাওয়াও খুব ভালো এবং মানুষও অপেক্ষাকৃত সৎ, সহজ-সরল এবং নদী বন জঙ্গল ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর গোটা রাজ্য।

তবে ভৌগোলিক অবস্থান, দেশভাগ ও ঐতিহাসিক নানা কারণে ত্রিপুরার দুর্বল কিছু দিকও রয়েছে। নীতি আয়োগের বিশেষজ্ঞরা এর মধ্যে বিশেষ যে কিছু দুর্বলতাকে চিহ্নিত করেছেন তার মধ্যে রয়েছে-

- যোগাযোগ অপ্রতুলতা অর্থাৎ বিমান, রেল, সড়ক, জল যোগাযোগ - সব ফ্রন্টেই দেশের মূল ভূখণ্ডের সাথে সেভাবে ত্রিপুরা এখনো যুক্ত নয়।
- এখানে শিল্প বলতে কিছুই নেই।
- রাজ্য সরকারের নিজস্ব আয় খুবই কম, নেই বললেই চলে।
- বিনিয়োগের পরিবেশ ছিল, রয়েছে কিন্তু পরিকাঠামো নেই। তাই নয়া বিনিয়োগ আসছে না।
- বৃষ্টি প্রচুর হয় কিন্তু তার ফলে বছরে কর্মক্ষম দিনের সংখ্যা কম এরাজ্যে। বন্যা, বৃষ্টির কারণে প্রচুর দিন চলে যায় অফিস, বাজার কারখানায় কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে। বেসরকারি স্তরে কর্মসংস্থানের সুযোগও খুবই কম।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জিনিস পত্রের দাম দেশের অন্য জায়গার তুলনায় বেশি।
- ত্রিপুরা সিসমিক জোন-৫ এ পড়েছে, তাই ভূমিকম্পের বা সাইক্লোন -এর ভয় রয়েছে।
- প্রশাসনিক খরচ প্রচুর । সরকারি কর্মচারীদের বেতন পেনশন দিতেই বাজেটের ৮০% চলে যায়। বাংলাদেশের সাথে সীমান্ত সুরক্ষায় প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়ে যায়।
- ব্যাঙ্ক ঋণ খেলাপির সংখ্যা প্রচুর, তাই নয়া ঋণ প্রদানে ব্যাংকের অনাগ্রহ।
- উৎপাদিত ফসলের বাজারজাতকরণের সুবিধা অপ্রতুল।
- স্বনির্ভর ক্ষেত্রে বেকারদের উৎসাহ অপেক্ষাকৃত কম।

শিল্প ক্ষেত্র - Ease of doing Business এ দেশে ত্রিপুরার স্থান ২৬। ৮০% ক্ষেত্রেই ত্রিপুরা পিছিয়ে। প্রথম নম্বরে আছে অন্ধ্রপ্রদেশ, ৯৮.৩০% ক্ষেত্রেই তারা বিনিয়োগ টানতে দ্রুত সব সুবিধা প্রদানে সফল।

তাই শিল্পে বিনিয়োগ টানতে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারের Make In India এর মতো রাজ্যের বিপ্লব দেবের সরকার এ–রাজ্যে স্লোগান তোলতে চাইছেন Make In Tripura । এলক্ষে ইতিমধ্যেই Tripura Industries (Facilitation) Bill 2018 তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। চেষ্টা চলছে Single Window Clearance Facility চালুর। Tripura Infrastructure & Investment Fund Board তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে সহজ শর্তে শিল্প ঋণ প্রদান ও বাজেট বহির্ভূত অতিরিক্ত অর্থ বা তহবিল সংগ্রহের লক্ষে। Investor Facilitation Cell ইতিমধ্যে গঠন করা হয়েছে। গোর্খাবস্তি স্থিত শিল্প ভবনে গেলে যে কেউ জেনে আসতে পারবেন কোথায় কিভাবে শিল্পে বিনিয়োগ করতে কি কি সব অসুবিধা রয়েছে বা সুবিধা পাওয়া যাবে। একই রকম ভাবে রাজ্যের সব জেলা সদরেই একটি করে এরকম Entrepreneurs guidance Call চালুর চেষ্টা হচ্ছে।

তিন দিন ব্যাপী চিন্তন শিবিরে নীতি আয়োগের প্রতিনিধিরা সহ বিশেষজ্ঞরা রাজ্যের দুর্বলতার দিক গুলি যেমন চিহ্নিত করেছে, পাশাপাশি এরাজ্যের প্রচুর সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেছেন। এ রাজ্যে হতে পারে এমন যেসব সম্ভাবনার দিক গুলির কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে –

- বাংলাদেশ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ গুলির খুব কাছে রয়েছে ত্রিপুরা। তাই দেশের প্রান্তিক রাজ্য হিসেবে ভবিষ্যতে বিদেশি বিনিয়োগ ও আন্তরজাতিক বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার হতে পারে ত্রিপুরা।
- শিক্ষিত কর্ম উদ্যোগী যুবকদের স্কিল বা দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিলে ব্যবসা ক্ষেত্রে সরকারি সহযোগিতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ত্রিপুরা নিকট ভবিষ্যতে দেশের একটি অন্যতম বাণিজ্যিক অঞ্চল হতে পারে।
- আইটি হাব, এডুকেশন হাব, স্পেশাল ইকোনমিক জোন এবং পর্যটন ক্ষেত্রে ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।
- গ্যাস, কৃষি, ঔষধি, উদ্যান, কিংবা বাগিচা ক্ষেত্রে, আনারস, কাঁঠাল, বাঁশ, রাবার, চা, হস্তশিল্প, হস্তকার শিল্পের প্রসারেরও বহুবিধ সম্ভাবনা রয়েছে।

ত্রিপুরা মডেল স্টেট-২০২২
চিন্তন শিবির – এর কিছু পর্যবেক্ষণ

একনজরে

1. এরাজ্যে শিল্পে বিনিয়োগ, বানিজ্য প্রসারে অতি সহজ ও উত্তম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
2. চীনের শেনজেন মডেলে স্পেশাল ইকোনমিক জোন স্থাপন করতে হবে।
3. চা, রাবার, বাঁশ, কৃষি শিল্পের ব্যাপক প্রসারে বহুবিদ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
4. বনৌষধির ব্যাপক প্রসারে বহুবিদ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
5. গ্যাস, চামড়া, কাপড় শিল্পের ব্যাপক প্রসারে বহুবিদ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
6. তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের ব্যাপক প্রসারে বহুবিদ উত্তম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
7. পর্যটন শিল্পের ব্যাপক প্রসারে বহুবিদ উত্তম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
8. ল্যান্ড ব্যাঙ্ক তৈরী করতে হবে।
9. এম এস এম ই -এর জন্যে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
10. বেকারদের জন্যে বিশেষ স্কিল ট্রেনিং – এর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
11. পি পি পি মডেল এর বিস্তার করতে হবে।
12. বেকারদের বহিঃরাজ্যে চাকুরী ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।
13. পর্যটন প্রসারে বেসরকারি উদ্যোগীদের উৎসাহ দিতে হবে।
14. বিকল্প ও সৌরশক্তির প্রসারে উদ্যোগ নিতে হবে।
15. শিক্ষার প্রসারে আরও স্কুল কলেজ চালু করতে হবে।
16. প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলতে হবে।
17. ঢাকা, আখাউড়া, চিটাগাং, গঙ্গাসাগর, ফেনী, আশুগঞ্জের মধ্যে -জল, সড়ক, ও রেল যোগাযোগ পরিকাঠামো দ্রুত গড়ে তোলতে হবে।
18. স্পেশালিস্ট, সুপার স্পেশালিস্ট চিকিৎসক, নার্স নিয়োগ, এইমস -এর মতো হাসপাতাল, আয়ুষ হাসপাতাল, স্বাস্থ কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদিতে জোর দেওয়া হবে।
19. পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে ডাটা ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ , সময় উপযোগী করতে কমন স্ট্যাটিসটিক্যাল কমিশন ও ক্যাডার গঠন করতে হবে।
20. মিডিয়া সহ বিধিবদ্ধ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান গুলি তাদের প্রশাসনিক ও সামাজিক দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করছে কিনা তার নজরদারিতে রাজ্যের একটি ডিউটি কমিশন স্থাপনের সুপারিশ করেছেন নীতি আয়োগের বিশেষজ্ঞরা।

21. নীতি আয়োগের তরফে ‘ত্রিপুরা ভূমিপুত্র যোজনা’ নাম দিয়ে কোনো বাস্তব ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় কিনা এক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনা করতে রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ রেখেছে। আর এলক্ষে ত্রিপুরা সরকার লাক্ষাদ্বীপকে অনুকরণ করতে পারে বলেও নীতি আয়োগের বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।